দৈনিক সংবাদ

৭৫

তারিখ JUN. [illegible] 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সাম্প্রতিক বুয়েট, কিছু পরামর্শ ও একটি সুন্দর সকালের প্র

স্থপতি মোঃ আরিফুর রহমান ভুঁইয়া

অবশেষে শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি বুয়েটের সাম্প্রতিক ভাঙচুরের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, তদন্ত রিপোর্টে প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবার বিচারের পালা। অভিযুক্ত ছাত্রদের বুয়েট কর্তৃপক্ষ কি শাস্তি দেবেন সময়ই তা বলে দেবে। এদিকে শুধু শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতার ব্যাপারে ছাত্ররা প্রশ্ন তুলেছে। তাদের দাবি বিচার বিভাগীয় তদন্ত। অন্যথায় বর্তমান রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন ছাত্রের শাস্তি হলে আরো ভয়াবহ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছে ছাত্ররা। অতএবে বোঝা যাচ্ছে সম্মুখে সংকট আরো ঘনীভূত।

সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান হোক এটা তো সবারই প্রত্যাশা। এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হচ্ছে সাময়িক সমাধানের চেয়ে স্থায়ী সমাধানের দিকে বেশি নজর দেয়া- দেহের বহিরাংশে ক্ষত দেখে মলম লাগিয়েই নিশ্চিন্ত না থেকে অনতিবিলম্বে ক্ষতের কারণ এবং তার উৎসমূল নিরূপণ করে তবেই যথাযথ ওষুধ সেবন প্রয়োজন। নতুবা পরবর্তীকালে শল্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হতে পারে। তখন হয়তো বড়সড় অস্ত্রোপচার এমনকি অঙ্গচ্ছেদন করেও আর শেষ রক্ষা করা যাবে না।

ইতোমধ্যে বুয়েট বন্ধের এক মাস পূর্ণ হয়ে গত ২৮শে মে তারিখে দ্বিতীয় মাসে পদার্পণ করল। এই কদিনে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বুয়েটের সাম্প্রতিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে অনেক লেখা এসেছে। সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একটি জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এটা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির দীর্ঘ প্রক্রিয়ারই একটি প্রতিফলন মাত্র। বিভিন্ন মহল থেকে তাই কথা উঠেছে এই সম্পর্ক উন্নয়নের। তাই বলে কি অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কোন্নয়নের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না! রাতারাতি এই সম্পর্কোন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রয়োজন এই লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেয়া।

জনাব মমতাজ লতিফ ১৭ই মে তারিখে সংবাদ-এর অতিথি কলামে যথার্থই বলেছেন, এখন প্রয়োজন মানবিক দায়বদ্ধতাসম্পন্ন মানুষ।

কিন্তু চাইলে তো রাতারাতি সব মানুষ মানবিক দায়বদ্ধতা লাভ করবে না এর জন্য প্রয়োজন অনেক দিনের অভ্যাস। যেসকল বিষয় মানবিক-গুণাবলির বিকাশ ঘটায় তার চর্চা করা প্রয়োজন: যেমন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা প্রভৃতিতে সময় দেয়ার ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা। আর এসব কর্মকাণ্ডে ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। তাতে ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠতায় আসার সুযোগ পাবে। ফলে তৈরি হবে একটি হৃদ্যতার বন্ধন।

বুয়েটের আছে গর্ব করার মতো একটি ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন; কিন্তু কালেভদ্রেও সেটার যথার্থ ব্যবহার হয় কিনা সন্দেহ। শিক্ষকরা তো সহজে সেপথ মাড়ানই না- পাছে ছাত্রদের কাছে তাদের শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপটির হানি ঘটে! শুধু বুয়েট কেন আমার তো মনে হয়, বাংলাদেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই একই অবস্থা বিদ্যমান। অথচ উন্নত বিশ্বে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। ছাত্র-শিক্ষক সেখানে বন্ধুর মতো সহাবস্থান করে। আমাদের শিক্ষকরা তো উচ্চতর ডিগ্রি লাভের বদৌলতে উন্নত বিশ্বের সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ব্যাপারটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। শুধু তাই নয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কোন্নয়নে তাদের অনুসৃত বিধিবিধানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু সেই শিক্ষকরাই আবার দেশে ফিরে সবকিছু বেমালুম ভুলে গিয়ে গৎবাঁধা একইভাবে চলতে শুরু করেন। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র উত্তর অনুসন্ধান করলেই হয়তো আমরা আমাদের দেশে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতির ব্যাপারটি কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারব। আর এই অনুসন্ধানের দায়িত্বটিকে আমি আমার স্বীয় ক্ষুদ্র স্কন্ধে ধারণের দুঃসাহস না দেখিয়ে বরং সমাজ চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। তবে যেহেতু এক সময় বুয়েটের ছাত্র ছিলাম সেজন্যই হয়তো বুয়েট সংক্রান্ত দুঃখজনক ঘটনাগুলো আমাকে ভাবিয়ে তোলে, বোধহয় একটু বেশিই। তাই আপাতসম্পর্কহীন কিন্তু প্রকৃত অর্থে সম্পর্কযুক্ত কিছু ব্যাপারে দুএকটি কথা না বললে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হবে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি স্তরেই দেখা যায় শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের পাঠদানে ততটা আন্তরিক নন যতটা আন্তরিক প্রাইভেট পড়ানো কিংবা প্রাইভেট কনসালটেন্সির প্রতি। তাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জাঁদরেল শিক্ষককে দেখা যায় কনসালটেন্সি পাওয়ার আশায় বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির বড় কর্তার দর্শনপ্রার্থী হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তার ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে। এই দুর্মূল্যের বাজারে বেতনের টাকায় হয়তো খুব 'হাইফাই' ভাবে চলা দায়, তাই বাড়তি আয়ের জন্য না হয় প্রাইভেট কনসালটেন্সি করছেন, করুন; সবাই যখন করছে (বিভিন্ন সরকারি পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, স্থপতি) আপনারাও করুন ক্ষতি নেই; কিন্তু তাই বলে সেটাই যদি মুখ্য হয়ে যায় আর ছাত্র মানুষ করানোটা হয় গৌন তাহলেই তো মুশকিল।

তাই অনুরোধ, শিক্ষকদেরকে তাদের নিজেদের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সম্মান জোর করে আদায় করা যায় না, এটা অর্জন করার বিষয়। নিজের যোগ্যতা, নিষ্ঠা এবং ব্যবহারের দ্বারা সম্মান অর্জন করে নিতে হয়। আর সেজন্যে বিসর্জন দিতে হয় কিছু কিছু জিনিস, যেমন আর্থিকভাবে অতি ধনী হওয়ার উচ্চাশা, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মোহ প্রভৃতি। ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসেবের উর্ধ্বে থাকতে হয় একজন শিক্ষককে। অতি ধনী হওয়ার উচ্চাশা যদি কারো থাকেই তবে তার শিক্ষকতা পেশায় না আসাই বাঞ্ছনীয়। এই পেশার পবিত্রতা রক্ষা করা একজন আদর্শ শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

নীতি এবং আদর্শের ক্ষেত্রে শিক্ষককে হতে হবে অটল এবং অবিচল। শৈশবে পিতামাতা যেমন থাকেন সন্তানের কাছে আদর্শ, তেমনি যৌবনে শিক্ষকই থাকেন একজন ছাত্রের কাছে আদর্শ। এক্ষেত্রে একজন নীতি-আদর্শহীন শিক্ষক সহস্র ছাত্রের আদর্শহীনতার নিয়ামক হিসেবে কাজ করেন। পত্রিকান্তরে জানা যায়, বুয়েটের ক্লাস টেস্টে দেখাদেখি করে লিখার ব্যাপারটা অনেকটা অঘোষিতভাবে স্বীকৃত। অনেক শিক্ষকই এটা দেখেও না দেখার ভান করেন বা বড়জোর ধমক দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। আসলে ছোট ছোট অপরাধের প্রশ্রয়ই এক সময় বড় অপরাধ সংঘটনের ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। আর তখনই দেখা দেয় যত বিপত্তি। ব্যাপারটা অনেকটা নেশা করার মতো, যেমন প্রথমে সিগারেট দিয়ে শুরু, তারপর গাঁজা, মদ, হেরোইন ইত্যাদি। যে কখনো সিগারেটেই আসক্ত হয়নি (প্রশ্রয় পায়নি বলে) তার পক্ষে একবারে হেরোইন ধরাটা কঠিন ব্যাপার বৈকি।

প্রসঙ্গক্রমে স্থাপত্য বিভাগের বিগত ২ বছরের আন্দোলনের কথা না এসে পারে না। পুরাতন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বড়ই সেকেলে, তাই প্রয়োজন নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন; কিন্তু তাতে তো কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। শুধু ভর্তি পরীক্ষা কেন, সকল পরীক্ষা পদ্ধতিসহ যাবতীয় পাঠ্য কার্যক্রম যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে যদি ঢেলে সাজানো হয় তবে সেটা তো প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক এবং সেই পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবী তথা বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়ে যদি স্বৈরাচারীভাবে তা প্রণয়ন করা হয় তবে সেই উদ্দেশ্যকে কখনোই সৎ এবং মহৎ বলে ধরে নেয়া যায় না। আসল কথা হচ্ছে, জোর করে কোনকিছু চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা পরিহার করা উচিত। সবকিছুতে থাকতে হবে আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতার ছোঁয়া। সমস্যা সমাধানে আচরণ করতে হবে বন্ধুর মতো আর দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে আচরণ হবে অভিভাবকের মতো।

শিক্ষকের সাথে ছাত্রের কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির শাস্তি হিসেবে ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকি কিংবা উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শনকালে, কোন ছাত্রকে কোন শিক্ষক তার পরিবারের লোকজন সমভিব্যাহারে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়া কোন সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। (দৈনিক সংবাদ ৮ই মে তারিখের অতিথি কলামে ডাঃ অপূর্ব পন্ডিতের লেখাটি দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি একটি সুশীল ছাত্রসমাজ তথা ভবিষ্যত সুনাগরিক গঠনের জন্য আগে প্রয়োজন একটি সুশীল শিক্ষক সমাজের।

এবার গত ১১ই মে দৈনিক 'সংবাদ'-এর মুক্ত আলোচনা বিভাগে কায়সুল হক সাহেবের লিখা 'প্রকৌশলী তান্ডব' শীর্ষক প্রবন্ধের দুএকটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানতে চাই। লেখক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যকার আদর্শ সম্পর্কের (স্বতঃসিদ্ধ) রূপরেখা বর্ণনাপূর্বক বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি তুলনামূলক আলোচনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ব্যাপারটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যার পুরোটা জুড়েই করা হয়েছে শিক্ষকদের গুণকীর্তন আর ছাত্র সমাজের চরিত্র হনন। তার এই লেখা পড়লে মনে হয় যেন বুয়েটের ছাত্রসমাজ- সেতা ভিনগ্রহ থেকে আগত একশ্রেণীর দানব এদের নখদন্ত বিকশিত। এরা সুযোগ পেলেই শিক্ষকদের কামড়ে দেয়, করে ক্ষতবিক্ষত। আসলে কায়সুল হক সাহেব সম্পূর্ণ ব্যাপারটি অবলোকন করেছেন বুয়েটের একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তার লেখা পড়লে মনে হয় ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বুয়েটের কোন এক শিক্ষক যেন তার নিজের কথা হক সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু ছাত্রসমাজকে বিষোদগার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ধ্বংসযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে উসুল করার দাবি জানিয়েছেন সমুদয় ক্ষতিপূরণের অর্থ। বলিহারি দাবি বৈকি! যে পিতা সন্তানকে বুয়েটে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত করেছেন তিনি যদি উল্টো প্রশ্ন করেন যে, তার নম্রভদ্র সন্তানটি বুয়েটে এসে কেন এমন উচ্ছৃংখল হলো- সে তো আগে এমনটি ছিল না; তাহলে আজ এ পর্যন্ত আসতেই পারত না, আরো আগেই ঝরে পড়তো! অতপর তিনি যদি তার সন্তানের এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য উল্টো বুয়েট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন তাহলে হক সাহেব তার কি জবাব দেবেন?

আর আমাদের পুলিশের অবস্থা হয়েছে বাংলা প্রবচনের সেই নন্দঘোষের মতো, যত দোষ বেচারা ঐ নন্দঘোষের। বলা হয়েছে ঘটনার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথা। এব্যাপারে দুটি কথা না বললেই নয়- প্রথমত তারা তো (পুলিশ) নির্দেশের গোলাম; দ্বিতীয়ত, তারা কাদেরকে শায়েস্তা করবে! বুয়েটের ছাত্ররা কি প্রকৃতই সন্ত্রাসী

যে তাদের উপর
তো মনে হয়
দল ঘটনার আ
হয়ে গিয়েছিল (
ছেলেদের অনাক
এমনটি হওয়া খু

আমাদের শি
বুটের বিচরণ ক্ষে
সরকারের আমলে
প্রতিবাদ ও লে
স্বৈরাচারী সরক
রাখার স্বার্থে সে
করেনি। কিন্তু
সরকার, এখন
পুলিশের স্থায়ী
বলি না বা লে
কালের আব
আত্মমর্যাদাবোধ
আমাদেরই তো
আমাদের দেশে
বসেছি! হয়তো
কায়সুল হক সা
সেদিন বাধা দে

পুলিশের বাধ
তো হক সাহেব
ধরে নেব, সে
সোনার ছেলেদে
দিতো তবে তিনি

আমরা আ
ব্যক্তিস্বার্থ চরিত
উদগ্রীব। দেশ
নতুন প্রজন্মের
ব্যাপারে আমরা
উপযুক্ত যত্ন
তরুণরাই পারে
পারে দেশ ও
বর্তমান বিশ্বকা
অভাবনীয় সাফ

তাই সময়
আত্মসমালোচনা
তরুণ প্রজন্মের
অঘটনের মূল
রয়েছি সকল প্র
সমাজের অভিজ্ঞ
আমাদের কর্তব
দায়িত্ব পালনে
ঠেলে দিচ্ছে হ
এই ব্যর্থতাকে
নতুন প্রজন্মকে
অনুভব করি।

আর কালক্ষে
সময় নষ্ট করার
'আমি'র নৈতিক
জগত ভাল'--
বাক্যটি আমাদে
তবে সত্যিই এ
যে সবকিছু নিয়ে
সেই সুন্দর সকা

* লেখক
ম্যানেজমেন্ট